দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...16 APR 1989... ...
পৃষ্ঠা... .. ...4... কলাম 7 ... ...

পলিটেকনিকে সেশনজট

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলি বর্তমানে মারাত্মকভাবে সেশন জটের কবলে পড়েছে। ছাত্ররা বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলিতে ভর্তি হয় নিজেদেরকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য: কিন্তু দেখা যায় তিন বছরের কোর্স শেষ হতে ৬।৭ বছর চলে যায়। ১৯৮১ সালের ভর্তিকৃত ছাত্ররা পাস করল '৮৮ সালে। অর্থাৎ ৭ বছর চলে গেল। এর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এস,এস,সি পাস করেছেন ১৯৭৯ সালে। এবং এইচ, এস, সি ১৯৮১ সালে। তারপর পলিটেকনিকে ভর্তি হন ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে। তাদের ক্ষেত্রে হিসাব করলে দেখা যায় পাস করে বেরোতে ৯ বছর লাগল। এভাবে ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত হওয়ায় ছাত্ররা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন, অন্যদিকে সরকারী চাকরির বয়স সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন।

শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হওয়ায় অভিভাবকগণ টাকা পয়সার যোগান দিতে দিতে অক্ষম হয়ে পড়েন। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে পড়া থেকে অবসর নেয়। বর্তমানে পলিটেকনিকে সেশনজট যে কত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তা নিম্নের উদাহরণ থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাবে। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস এখনো আরম্ভ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। অথচ এর মধ্যে ২টি ব্যাচের ১৯৮৭-৮৮, ও ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রও ভর্তি করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন জাগে, ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিকৃত ছাত্রদের ক্লাস কবে আরম্ভ হবে? নাকি সেশন জটের স্রোতের তোড়ে ভেসে যাবে আরো কয়েকটি বছর। তিন বছরের কোর্স আরম্ভ করতেই যদি তিন বছর চলে যায় একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হতে তাহলে কোর্স শেষ হবে কত বছরে?

তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট আকুল আবেদন, '৮৬-৮৭ সালের ক্লাস দ্রুত আরম্ভ করার ব্যবস্থা করে, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হতে বিদ্যমান সেশনজট নিরসন করে সাধারণ ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দিন এবং সর্বোপরি কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।

মো: আমিনুর রহমান,
ভর্তিকৃত ছাত্র (১৯৮৬-৮৭)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।